بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দাওয়াতী ময়দানে মানহাজ স্পষ্টতার

প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী

অনুবাদঃ খন্দকার খালেদ

বই	**দাওয়াতী ময়দানে মানহাজ স্পষ্টতার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা**
লেখক	শায়খ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী হাফিযাহুল্লাহ
অনুবাদ	খন্দকার খালেদ
সম্পাদনা	ইয়াকুব বিন আবুল কালাম
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

ভূমিকা ১১

নবী রাসূলদের দাওয়াতি অবস্থান ১২

রাসূল ﷺ-এর অবস্থান কুরায়শদের সাথে ১২

মুনাফিকদের সাথে রাসূল ﷺ এর অবস্থান ১৫

তথাকথিত ঐক্যপন্থীদের খণ্ডন ১৬

যুগে যুগে মানবজাতির অধঃপতনের নেপথ্যে ১৭

সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার অনুসারী হওয়া ১৮

রাসূল ﷺ চোখ ইশারা করলেন না ১৯

বহুরূপী থেকে বেঁচে থাকো ২০

সুস্পষ্টতার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য ২০

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ২২

কিছু বাতিল দাওয়াতের চিত্র ২২

সুস্পষ্ট দাওয়াতের কিছু নজির ২৩

খাওয়ারিজদের সাথে ২৪

রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত ভালোবাসা ২৫

ঐতিহাসিক ফিরিস্তি ২৬
তোমরা তোমাদের পাপগুলোকে গুনে গুনে রাখো ২৭
বাতিলপন্থীদের দলীল তাদের নিজেদেরই বিপক্ষে ৩৫
শায়খ সালেহ বিন সা'দ আস-সুহায়মী হাফিযাহুল্লাহ-র অভিমত ৩৭
তাওহীদের দাওয়াত মানুষকে আলাদা করে ৩৮
এক শায়খের সাথে যা ঘটেছিল ৩৯
একটি মূল্যবান মূলনীতি ৪০
মুসলিম দেশে বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলার পিছনে যারা ৪১
দুটি ঘটে যাওয়া ঘটনা ৪৪
পরিশিষ্ট ৪৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ:

দাওয়াতি ময়দান। এক বিশাল বিস্তৃত মরু। অনুকূল পরিস্থিতি যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পদে পদে প্রতিকূলতার দূর্লঙ্ঘ দেয়াল। অধুনা সব মিডিয়ার সুবাদে এই আনুকূল্য যেমন সহজ হয়ে অযোগ্যের অধীনে চলে গেছে, অনুরূপভাবে প্রতিকূল পরিবেশও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

এজন্যই এখন প্রত্যেক দা'ঈকে দাওয়াতের খতিয়ান নিয়ে বসতে হবে। নিজেদের সফলতা ও ব্যর্থতার ইনসাফপূর্ণ আত্মসমালোচনা এবং পর্যালোচনা করতে হবে। কোনোরূপ 'আমিত্বের' বেড়াজালে না আটকে হক্বকেই চোখের মণি হিসেবে ধরে এগিয়ে যেতে হবে দুর্নিবার।

কিন্তু, উপরের কোনো একটি উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হবে না, সঠিক পথটি বাছাইয়ের পূর্বে। নির্ভুল রাস্তা চেনার আগে কোনোমতেই দাওয়াত সঠিক পথে এগোবে না। সরল সোজা পন্থাটি নির্ণয় ও মেনে চলার আগ পর্যন্ত সে দাওয়াত মাটি হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

***

মানহাজ ও মিনহাজ ব্যাপকার্থবোধক দুটি শব্দ। তবে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ প্রায় একই। স্পষ্ট ও সরল পথ। সহজ ও সোজা রাস্তা।

সূরা ফাতিহায় যে সিরাতে মুস্তাকীমের কথা বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ সোজা দাগ টেনে যে পথের রূপরেখা তুলে ধরেছেন, যে পথে চললে রাতও দিনের মতো আলোকোজ্জ্বল, যাবতীয় ভ্রান্ত ফিরকার মাঝে যে পথকে মুক্তির পথ আখ্যা দেয়া হয়েছে; সে-ই পথেরই সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র শব্দে প্রকাশযোগ্য ধ্বনিসংযোগ হলো: মানহাজ, মিনহাজ।

সুতরাং, বলাই বাহুল্য যে, যে ব্যক্তি মানহাজের ব্যাপারে যত জ্ঞানী, তার দাওয়াত ততটাই সঠিক। মিনহাজের বিষয়ে যার যতোটা আপোসহীন অবস্থান, তার দাওয়াতি সফলতাও ততো বেশি।

***

বর্তমান সময়ের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, মানহাজের বালাই না থাকা। যাকেই আমরা দাঁড়ি টুপি শশ্রুমণ্ডিত পোশাকে দেখতে পাই, নিজের সব ধর্মীয় আবেগ ঢেলে দিয়ে তাকে ভালোবাসি। ফলে তার যাবতীয় ভুল আমাদের দৃষ্টিতে ঠুনকো হয়ে ওঠে, বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি হিদায়াতের প্রচার হিসেবে আমাদের কাছে গণ্য হয়।

এটা মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, এরকম পোশাক দেখলে মনের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে উঠবে। কিন্তু সমস্যা হলো, কুরআন সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাইয়ের মতো যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা সব হারিয়ে বসে আছি। ফলশ্রুতিতে, দিন দিন সমস্যার বিস্তৃতি বাড়ছে, সমাধান ততোটাই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

***

আরো উল্লেখযোগ্য ও মুখরোচক বাণী শোনা যায়। তন্মধ্যে লোমহর্ষক একটি হলো: "মুসলিমকে দেখে ইসলামকে চিনবেন না, বরং তাদের ধর্মগ্রন্থ দেখে চিনুন"!

মাশাআল্লাহ, তো সেই ধর্মগ্রন্থ কি তবে অমুসলিমদের পড়ে আমলের জন্য নাযিল হয়েছে?!! আপনি আমি যে মুসলিম, আমরা যে এই ধর্মগ্রন্থই মানি, তার প্রমাণ কি তবে শুধু ঐ বইয়ের মলাটেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আমাদের বাস্তব জীবনে কবে তার প্রতিফলন ঘটবে?

ভাইটি আমার, এই কথা তো তারাই বলবে যারা নিজেদের আত্মাকে শুভঙ্করের ফাঁকি দিতে চায়। নিজেদের কলুষিত আমলকে ঢাকার জন্য বলে। ক্রমোন্নতির পরিবর্তে তারা সেই তিমির গুহাতেই থাকতে ভালোবাসে।

খেয়াল রাখতে হবে যে, রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের সময় মানুষ তাদের আচার ব্যবহার দেখেই কিন্তু ইসলামকে চিনতে ও জানতে আগ্রহী হয়েছিল। এজন্যই বিভিন্ন সালাফদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কারো কাছে শিক্ষা নেয়ার আগে তার আচার আচরণ ও চলাফেরা দেখতেন। অনুরূপ, আমরা যারা নিজেদের সালাফী বলি এবং এই পথে চলার চেষ্টা করি, তাদেরকেও অবশ্যই নিজেদের চলাফেরা ও আচার ব্যবহারেও তাদের মানহাজ এবং মাসলাক আঁকড়ে ধরতে হবে।

***

রাস্তা চলতে গিয়ে চালক ও যাত্রী উভয়কে রাস্তা চিনতে হয়। চালককে জানতে হবে, যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে; আর যাত্রীদেরও জানতে হবে ড্রাইভার এদিক ওদিক করলে তা ধরার জন্য এবং নিজের রাস্তা ঠিক রাখার জন্য। মানহাজের ব্যাপারটাও ঠিক একই। মানহাজই আমাদের পথ নির্দেশ করবে, পথকে করবে সংক্ষিপ্ত সরল। মানহাজ স্পষ্ট মানে আমার সবকিছুই ঠিক আছে। কিন্তু কারো মানহাজে সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে, সে চালক হিসেবে যেমন বাটপার, যাত্রী হিসেবেও তেমনি নির্বোধ; পাশাপাশি পথ না জানা আহম্মক।

***

অধুনা প্রযুক্তির কল্যাণে 'পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা' এর মতো বেশ কিছু স্বঘোষিত দা'ঈ বের হয়েছে। তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ও পরিচিতি বরাবর ঢাকা থাকে। এদেরকে বলা হয় "ছূপা"। অবশ্য এদের আরেকটা ক্যাটাগরি আছে, যাদের পরিচয় সবাই জানলেও তাদের সঠিক অবস্থান তারা নিজেরাও স্পষ্ট করে না। ফলে তাদের দাওয়াত যেমন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, তেমনি এর ফলাফলও বেদনাদায়ক। বিভ্রান্ত বিভিন্ন মতাদর্শ ও চিন্তাধারার ছড়াছড়ি মূলত এজন্যই।

***

এ বইয়ে আলোচনা আসবে, মানহাজগত সুস্পষ্টতা আমাদের পথকে যেমন সহজ করে দেয়, তেমনি সুগম্য করে তোলে। পথ চলতে কখনো হতাশা ঘিরে ধরে না। সামনের পদক্ষেপ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয় না। দাওয়াতের ফলাফলের চিন্তাও কখনো নিজেকে হতোদ্যম করতে পারে না। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনার সময়েও আমার রাস্তা থাকবে আলোকোজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়।

***

শায়খ মুহাম্মাদ বিন রমাযান আল-হাজিরী হাফিযাহুল্লাহ। একটা দুর্দান্ত নাম। বিদয়াতী ও খারেজীদের জীবন্ত আতঙ্ক। দাওয়াতি কাজে কিবার সালাফী আলেমদের সাথে ঘুরে বেড়ান দেশ দেশান্তর। আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও এসেছিলেন বলে তার জীবনীতে পড়লাম। এই বইয়ের

শেষাংশে শায়খ সুহায়মী হাফিযাহুল্লাহর প্রশংসা বাণী দেখে তার অবস্থান ও ইলমী যোগ্যতা বোঝা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

***

শায়খ সালেহ বিন সা'দ আস-সুহায়মী হাফিযাহুল্লাহ। সৌদি কিবার সালাফী আলেমদের মাঝে জীবন্ত এক কিংবদন্তি। **শায়খ সুলায়মান আর-রুহায়লী হাফিযাহুল্লাহর** ভাষায়, বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন এই অন্ধ আলেম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার গ্রহণযোগ্যতা এবং ইলমী মান এতোটাই উঁচু করেছেন যে, সম্প্রতি তাকে মদীনা মুনাওয়ারার মুফতী নিযুক্ত করা হয়েছে।

***

পরিশেষে, আমাদের প্রাণপ্রিয় এই গ্রুপের কথা না বললেই নয়। বেশ কিছু ভাইয়ের আন্তরিক এবং ইখলাসপূর্ণ আমলেরই বহিঃপ্রকাশ এইসব গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখা।

আমরাও দোয়া করি, পাঠকবৃন্দের কাছেও আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন থাকবে, এই গ্রুপ ও এর দায়িত্বশীলদের যেন আল্লাহ কবুল করেন- এই দোয়াই করবেন। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে এই ক্ষুদ্র মেহনতকে যেন হাজারগুণ বাড়িয়ে দেন, বরকতময় করেন।

আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন...

বিনীত,

ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

১৭/০৭/১৪৪৩ হি. ১৯/০২/২০২২

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্টতা এবং মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

অতঃপর: নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য বাণী হলো আল্লাহর কালাম (বাণী)। সর্বোত্তম হেদায়েত হলো মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়েত। সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলী। আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত।

আপনারা এই বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকার অথবা আলোচনার শিরোনাম শুনেছেন, **দাওয়াতি ময়দানে মানহাজ স্পষ্টতার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা**।

নবী রাসূলদের দাওয়াতি অবস্থান

আল্লাহ নবী ﷺ-কে বিশ্ব জগতের জন্য রহমতস্বরুপ প্রেরণ করেছেন। একইভাবে সকল নবী এবং সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি (এই সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।[১]

এটাই নবীদের দাওয়াত। তাঁদের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট, উদ্দেশ্য ছিলো পরিস্কার। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমগুলোও স্পষ্ট ছিলো। এই স্পষ্টতাই আহ্বানকৃত ও শ্রোতাকে সচেতন-বোধসম্পন্ন করে তোলে যে, দাঈর উদ্দেশ্য কি? সে আসলে কি চায়? এই কারণেই তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) মক্কায় কুরাইশদেরকে একত্রিত করে কুরাইশদের শাখাগোত্রকে ডাকলেন। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কি চান?

রাসূল ﷺ-এর অবস্থান কুরায়শদের সাথে

তিনি তাদেরকে বললেন: একটি কথা বলব। তারা তাকে বললো: দশটা বলো। অতঃপর তিনি বললেন: হে সম্প্রদায়!: قولوا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفلِحوا - তোমরা বলো: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।[২]

রাসূল ﷺ প্রথম ধাপেই তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। এটা ঘটেছে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

১. সূরা নাহল ১৬:৩৬

২. আস সহীহুল মুসনাদ ৫১৬, তাহকীক মুক্বিল বিন হাদি আল ওয়াদি'- সহীহ, তাখরিজ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৫১৭, তাহকীক শুয়াইব আরনাউত-এর সনদ শক্তিশালী

- অতএব, আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।[৩]

সুতরাং, রাসূল ﷺ-এর উক্ত বক্তব্যটি ছিল তার আকীদা ও তাওহীদের স্পষ্ট বয়ান। কিন্তু এই স্পষ্টতার বিপরীতে মক্কার কুরাইশদের আচরণ কেমন ছিলো? তারা গোঁড়ামি ও অহংকার করে বলেছিল: তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এই কারণেই আমাদেরকে একত্রিত করেছো?

যে লোক এই কথা বলেছে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং সে যা অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে।[৪]

নবী ﷺ-এর দাওয়াত ছিল সুস্পষ্ট। এই কারণেই তারা (মক্কার কুরাইশরা) এই সুস্পষ্টতায় আশ্চর্য হয়ে বলেছিল:

﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ - أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

- তারা আশ্চর্যান্বিত হলো যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে, এবং কাফেররা বলে: এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে সকল উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে দিচ্ছে? আরে এটা তো এক আজিব বিষয়![৫]

লক্ষ্য করো, তারা কিসের প্রতি আশ্চর্যান্বিত? -হক্কের দাওয়াতের প্রতি আশ্চর্য!!

তো এই হক্কের স্পষ্টতার প্রতি তাদের মনোভাব কেমন ছিলো? -নিজেদের বিরত থাকা, অন্যদের সতর্ক করা; এমনকি নিজেদের মাঝে এই হক্কের বিরোধিতা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল।

---

৩. সুরা আল হিজর ১৫:৯৪
৪. সূরা লাহাব আয়াত ১-৩
৫. সূরা সোয়াদ ৩৮:৪-৫

আল্লাহ তাদের এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন:

﴿وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾

তাদের প্রধানরা চলে গেল এই কথা বলে যে, যাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোর (দেবতাগুলোর) উপর অবিচল থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।[৬]

হক্কের দাওয়াতের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পর পরামর্শ কর। কেননা হক্ক সুস্পষ্ট রূপরেখা। আর তাদের (কুরাইশদের ভিতর) ছিল (হক্কের) অবাধ্যতা। তোমরা লক্ষ্য করো কিসের মাধ্যমে তারা সুস্পষ্ট বিষয়ের বিরোধীতা করেছে? তারা বাতিল দাবি ও স্পষ্ট সত্য বিরোধিতার মাধ্যমে এর বিরোধীতা করেছে। বরং তারা কাফের জাতির মাধ্যমে দলীল দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কেননা কাফেররা স্পষ্টতা পছন্দ করে না; যেমন ইহুদি জাতির কথাই ধরুন। ইহুদিরা কুরাইশদের প্রশংসা করেছিল কারণ ইহুদিরা জানে যে কুরাইশরা বাতিলের উপর রয়েছে।

কুরাইশরা তাহলে কি বলেছিল? তারা বলেছিল:

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾

আমরা তো শেষ ধর্মে এমন কোনো কথা শুনি নি। এটা তো বানোয়াট-মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭]

অর্থাৎ- সর্বশেষ ধর্ম খ্রিস্টানরা ছিল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী, যা তুমি দেখতেই পাচ্ছ। আর তুমি কিনা দাওয়াত দিচ্ছ তাওহীদের দিকে, (বলছ যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ এক। খ্রিস্টানদের বিকৃত কথা দিয়ে তারা প্রমাণ দেয়ার ব্যর্থ কোশেশ করেছিল। খেয়াল করো, বাতিলপন্থিরা কি নিয়ে মাতোয়ারা? তারা বাতিল দিয়ে হক্ককে মিটিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। অথচ হক্ক সুস্পষ্ট।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

বলুন, হক্ক এসেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ারই।[৮]

৬. সূরা সোয়াদ ৩৮:৬
৭. সুরা সোয়াদ ৩৮:৭

আকীদা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য, খোলামেলা। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ - وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾

বল, এর বিনিময়ে (অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথের দিকে ডাকার জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, এবং আমি প্রতারকও নই। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য কেবল উপদেশমাত্র। আর কিছুদিন পরে অবশ্যই তোমরা এর সংবাদ জানবে।[৯]

এরকম সকল নবী রাসূলের দাওয়াতই ছিল সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য। (আল্লাহ বলেন):

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾

"আর আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে (রাসূলরূপে) প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো (সত্য) উপাস্য নেই।"[১০]

তথাকথিত ঐক্যপন্থীদের খণ্ডন

এটাই ছিল তাঁদের দাওয়াত। এই কারণেই (মক্কার) প্রভাবশালীরা আসতো (তাঁর নিকট) এবং তারা নবী ﷺ এর সাথে দরদাম করত!! আধুনিক (বিদআতীদের) পরিভাষায় যেটাকে বলা হয়: "উদ্দেশ্যের ঐক্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা", আর এটা হচ্ছে ক্ষমা এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করার নীতি। (তাদের ভাষ্যমতে) আমরা একে অপরকে ছাড় দেব,, বিভিন্ন বিষয়ে (পারস্পরিক স্বার্থে) একমত হব এবং কিছু বিষয়ে (বাতিলের সাথে) নমনীয়তা অবলম্বন করব।

কুরায়েশরা নবী ﷺকে কিসের প্রস্তাবনা দিয়েছিল? তারা নবী ﷺকে প্রথমত (মক্কার) ক্ষমতার প্রস্তাবনা দিয়েছিল। তারা বললো: আপনাকে ছাড়া (বা আপনার আদেশ ছাড়া) আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। তারপর তারা

৯. সুরা সোয়াদ ৩৮:৮৬-৮৮

১০. সুরা হূদ ১১:৫০

আরেকটি প্রস্তাবনা পেশ করলো। সে প্রস্তাবনাটি হচ্ছে সম্পদের; তারা বললো: আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় ধনকুবের বানাবো। আপনার জন্য সম্পদ জমা করবো। অতঃপর সর্বশেষ যেই প্রস্তাবনাটি তারা দিল সেটা হচ্ছে: সবচেয়ে সুন্দর নারীর সাথে আপনাকে বিবাহ করিয়ে দিব।

যুগে যুগে মানবজাতির অধঃপতনের নেপথ্যে

(যুগে যুগে) যারাই অধঃপতিত হয়েছে, যারাই ধ্বংস হয়েছে, তারাই এই তিনটি জিনিসের যেকোনো একটির কারণে:

- হয়তো তারা রাজনৈতিক বিষয়াবলি, আদালতের বিভিন্ন দিক এবং এসবের বহুবিধ সমস্যার আড়ালে হারিয়ে গেছে। ফলে সে-ই যে একবার পতনোম্মুখ হয়েছে, আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। রাস্তাই আলাদা হয়ে গেছে। কারণ, স্পষ্টতা কখনোই এইসব রাজনৈতিক "কাছে টানা"র নীতির সাথে আপোষ করবার নয়। ফলশ্রুতিতে তারা অধঃপতনের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে।

- সম্পদের পাহাড়ওয়ালা ব্যক্তিরা এই সম্পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এর ধ্বংসগহ্বরে ঢুকে যায়। ফলে, তারা সবাই কূটচাল ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ধনকুবেরদের অবস্থা আপনাদের কারো অজানা নয়।

- আর বিচক্ষণ পুরুষের জন্য নারীদের ফাঁদ অধিক খতরনাক, সেই পুরুষ যতই বিচক্ষণ হোক না কেন। নারীর মায়াজালের সে খুব সহজ শিকার।

দেখুন প্রিয় ভাইয়েরা! এই তিনটি জিনিস মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার মতো ধ্বংসাত্মক আঘাত। সুতরাং হে শরয়ী ইলম অন্বেষী, এই তিনটি জিনিসের ব্যাপারে সাবধান থাকো। আমি জ্ঞানের অন্বেষককে বিশেষভাবে বলি, কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয়টি দাওয়াতে স্পষ্টতা, মানহাজে সুস্পষ্টতা এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতে এসবের প্রভাব (যেহেতু এই মহান দায়িত্ব একমাত্র তারাই আঞ্জাম দিতে পারবে)। কারো ক্ষেত্রে যদি এগুলোর কোনো একটার প্রভাবের কথা জানা যায়, তাহলে তার দাওয়াতেও এগুলোর প্রভাব পড়বে। এমনকি অনেককে দাওয়াতি কাজ থেকে বাঁধা পর্যন্ত দিতে পারে।